সংবাদ

22 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

# নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে

ড. রেবা মণ্ডল

বাবা-মা মানব জীবনের পরম সম্পদ। বাবা-মা আমাদের পৃথিবীতে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান-সব ধর্মমতেই বাবা-মাকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মের নীতিবাক্য যেমন, -পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরম তপঃ। মুসলিম ধর্মে বলা হয়েছে -মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত। ইদানীং বিশ্বব্যাপী মা দিবস, বাবা দিবস পালিত হচ্ছে। কিন্তু বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর বিষয়টি যেন বর্ণনা কিংবা কথা-বার্তা, বই-পুস্তক ও অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ বিষয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের উন্নয়নের ধারা অব্যহত রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ সামাজিক ১০ খাতে এগিয়েছে ঈর্ষণীয় পর্যায়ে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে যেসব খাতে অগ্রগতি হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মানুষের গড় আয়ু, শিক্ষার হার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, আলোর উৎস, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, বিবাহের গড় বয়স নিয়ন্ত্রণ, মাতৃ মৃত্যু, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার অন্যতম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ' প্রকল্পের প্রতিবেদনে দেশের উন্নয়নের এ চিত্র উঠে এসেছে। দেশে কোন মহামারি নেই। কিন্তু মহামারি তিলে তিলে পাহাড় সম আকার ধারণ করেছে নীতিবোধ ও মানবিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে। উচ্চশিক্ষিত সন্তানেরাও যে বৃদ্ধ বাবা-মাকে বোঝা মনে করে এবং অবজ্ঞা করে, অবহেলা করে হসপিটালের বিছানায় ফেলে রেখে আসে তার চিত্রও আমাদের দেশে কম নয়। শিক্ষিত সন্তানেরা বাবা-মাকে গ্রামে দূর আত্মীয়দের কাছে ফেলে রেখে শহরের বড় বড় সুন্দর বাড়িতে কিংবা ফ্ল্যাটে নিজের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি নিয়ে সংসার করছে। অথচ, বৃদ্ধ বাবা-মা যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানকে উচ্চ শিক্ষিত করেছে সেই বাবা-মাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের কোন খোঁজখবরও নেয়া হয় না ঠিকমতো।

এটি একটি সামাজিক বিপর্যয়। এ বিপর্যয় আমাদের মানবিক বিপর্যয়, নৈতিক অবক্ষয়ের একটি দুঃসহ চিত্র। শুধু শিক্ষিত সন্তানরাই যে এমনটি করছে তা নয়। অর্ধ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত সন্তনেরাও বাবা-মাকে দুর্বিসহ অবস্থায় ফেলে রাখে। গ্রামে খুব সহজেই চোখে পড়ে বৃদ্ধ বাবা-মাকে ঠিকমত খাবার দেয়া হয় না, চিকিৎসা করা হয় না, রোগে শোকে সেবাযত্ন সে তো অনেক দূরের কথা! অশিতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বলহীন হয়ে বিছানায় পায়খানা-প্রসাব করে পড়ে আছে কি-না সেটিও দেখার কেউ থাকে না। আমাদের সমাজে আর একটা শ্রেণী রয়েছে যাঁদের কাছে যে বাবা-মার ধন সম্পদ নেই, তার কদরও নেই তাদের কাছে। তাদের ভাগ্যে শুধু আপন সন্তান, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের গালি গালাজ, অবহেলা, আর অসৌজন্যমূলক আচরণই জোটে। কোন কোন পরিবারে এটাও দেখা যায় যে, বৃদ্ধ মা কিংবা বাবাকে দিনের পর দিন ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বেড ল্যায়িং করে রাখা হয়েছে, যিনি আর কোনদিনই হাত-পা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কেউ আবার স্ত্রীর বাবা-মার ধন সম্পদ রয়েছে বলেই স্ত্রীর বাবা-মাতাকে অসাধারণ যত্ন-আত্তি করে থাকে, অথচ একই গৃহে নিজের গরিব বাবা মাকে অকথ্য বাক্যবান ও অবর্ণনীয় অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। মাত্র কিছুদিন আগের একটি খবর, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রফেসর এবং যিনি একজন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, তিনি বৃদ্ধাশ্রমে রয়েছেন। তার উচ্চ শিক্ষিত ছেলেরা স্ত্রী সন্তান নিয়ে বিদেশে আছেন। আবার ব্রিজের ওপর বস্তাবন্দি করে এক বৃদ্ধাকে ফেলে রেখে গেছে তার সন্তানেরা। কোথাও দেখা যাচ্ছে, শ্বশুর-শাশুড়ি পুত্রবধূকে অবহেলা করতো, হিংসা করতো ও বিভিন্ন রকম কটুকথা বা খারাপ ব্যবহার করতো বলে সেই পুত্রবধূ প্রতিশোধ স্বরূপ বৃদ্ধা শ্বশুর-শাশুড়িকে অমানবিক ও অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার নিজের সন্তানও এই কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। যে বাবা মা প্রতিটি মুহূর্ত স্নেহে যত্নে আমাদের বড় করেছেন অথচ বড় হয়ে আমরা সেই বাবা-মাকে এমন অসহায়ভাবে ফেলে রাখতে পারি ভাবতেও কষ্ট হয়। যে মা গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে সারাজীবন সন্তানের মঙ্গলের জন্য সারাক্ষণ কাজে কর্মে, চিন্তায়, চেতনায় সময় কাটিয়েছেন, সেই মাকে যারা ভালোবাসে না, কোন খোঁজ রাখে না তারা মানুষের বিপরীত প্রজাতি বৈকি! এসব সন্তান দেশ ও সমাজের আবর্জনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সে সন্তান নিজের বাবা-মার কল্যাণে আসে না, সে সন্তান দেশ ও সমাজেরও কোন কল্যাণে আসতে পারে না। সুতরাং যে সন্তান আপন বাবা-মাতাকে অশ্রদ্ধা করে, সে সন্তান কখনো স্বর্গে যেতেও পারে না। 'ন্যচারাল প্যানিশমেন্ট' বলে একটি প্রবাদ আছে। যারা অন্যায় আচরণ করবে তারা তার ফল এক সময় ভোগ করবেই। প্রকৃতির এই শিক্ষা মানুষ আজ ভুলতে বসেছে। আমরা মনে করি শুধু কোন বিশেষ দিবসে নয়, সর্বত্র এই সব নীতিকথার ব্যবহার বাড়াতে হবে। আজকের শিশুরা তাদের বাবা-মার যে আচরণগুলো দেখবে, সেগুলো তারা পরবর্তী জীবনে প্রয়োগ করবে এটাই স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি তার বাবা-মাকে আদর, যত্ন, সম্মান ও মর্যাদা দেয় না সে পরবর্তীতে তার সন্তানের নিকট থেকে ওই একই রকম আচরণ পাবে এটাই বাস্তবতা।

কারণ মানুষ তার অভ্যাসগত আচরণ পরিবেশ থেকেই শতকরা ৯০ ভাগ গ্রহণ করে থাকে। ঘুমিয়ে আছে- শিশুর বাবা সব শিশুরই অন্তরে- এ কথাটির তাৎপর্য ব্যাপক, এটি আমাদের বুঝতে হবে। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যৌথ জরীপে ২০১৫ সালের জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকলেও বিভিন্ন খাতে আমাদের উন্নয়ন ঘটেছে। ওই জরীপে ১৮৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ভারত ও ভুটান। আমাদের দেশে ২০১৩ সালে ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে বাবা-মার ভরণ-পোষণ আইন পাস হয়েছে। এ আইনে বলা হয়েছে যে, কোন সন্তান তার বাবা-মাকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ নিবাস বা অন্য কোথাও আলাদাভাবে বসবাসে বাধ্য করতে পারবে না। প্রত্যেক সন্তানকে তার বাবা-মার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করতে হবে। তারা পৃথকভাবে বসবাস করলেও সন্তানদের নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে হবে। আর এ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য ১ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে সর্বোচ্চ তিন মাস জেলের বিধান রাখা হয়েছে ওই আইনে। তবে এই আইন মূলতঃ অকার্যকর বলতেই হয়। শুধু আইন প্রণয়ন হলেই হয় না আইনের যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজন। পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতিও প্রয়োজন। এজন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এমন কি গ্রামে গঞ্জে বাবা-মাতা তথা প্রবীণদের মানবধিকার সংরক্ষণমূলক সেল গঠন করা যেতে পারে। বাবা-মার প্রতি কোন আইন লঙ্ঘনকারীর খবর উক্ত সেলে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে সেলে যারা কর্মরত থাকবেন তারা তদন্ত করে আইন লঙ্ঘনকারীর শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন। এছাড়া নৈতিক শিক্ষার প্রসারে জনসাধারণ ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশায় প্রতিনিধিত্বকারীদের এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকেও খুব গুরুত্বের সঙ্গে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে। বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনার, ও প্রচার প্রচারণা গণমাধ্যমে সম্প্রচার করতে হবে। অতি সম্প্রতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ করেছেন সরকার যা এমতাবস্থায় আশার আলো বলে আমরা মনে করি। স্কুলে শিক্ষকদের বিবেচনায় নৈতিক আচরণে উত্তম ছাত্রছাত্রীকে সরকারিভাবে পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে নৈতিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে আমাদের সন্তানদের। নৈতিক শিক্ষার অংশ হিসেবে যে সব ব্যক্তি তার বাবা-মাকে উপযুক্ত সম্মান, যত্ন, আদর করবেন তাদেরও এই পুরস্কারের আওতায় আনা যেতে পারে। মোট কথা বাবা-মার প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালনে দেশব্যাপী নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সন্তানদের বায়েজিদ বোস্তামির গল্প জানতে হবে, শাহ মোহাম্মদ সগীরের কবিতা মনে প্রাণে স্মরণ করতে হবে, ধারণ করতে হবে 'পিঁপড়ার ভয়ে মা না থুইল মাটিতে' এই আপ্ত বাক্যটিকে। মা-বাবাকে ভালোবাসতে হবে নিজের জীবনের মতো করে, নিজের সন্তানের মতো করে। শান্তি একটি সমন্বিত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া। সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে যাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ হতে হবে ভবিষ্যতে।

[লেখক : শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট]
*rebamandol@gmail.com*